কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. এখন নির্বোধ লোকেরা বলবে,[১] 'এই মুসলমানদেরকে তাদের সেই কিবলা থেকে কে ফিরিয়ে দিলো, যার উপর তারা আগে ছিলো?' তুমি বলে দাও, 'পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহরই। তিনি যাকে চান, সরল পথের দিকে হেদায়েত দান করেন'।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং এই রাসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সাক্ষী হয়। আর হে হাবীব! তুমি পূর্বে যে কিবলার উপর ছিলে, তা আমি এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে দেখি কে[২] রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে নিজ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। আর নিশ্চয়ই এটা তাদের জন্য বড়ই কঠিন ছিলো,[৩] যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন তাদের ছাড়া। আর আল্লাহর এই শান নয় যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই দয়ালু, করুণাময়।

টীকা:

১ এই আয়াতে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরে কাবাঘরকে কিবলা বানানোর ব্যাপারে যারা আপত্তি করেছিলো তাদেরকে নির্বোধ বলা হয়েছে, এতে বোঝা গেলো যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়াদির প্রজ্ঞা না বুঝে অযথা আপত্তি করে সে মূলত নির্বোধ ও বোকা, দুনিয়ার কাজে সে যতই বুদ্ধিমান হোক ।

২ ইলম (علم) অর্থ জানা কিন্তু যে আয়াতে আল্লাহ পাকের জন্য ভবিষ্যৎকালে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে সেক্ষেত্রে তার অর্থ হবে মানুষের সামনে কোনো বিষয়ে আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষা করা অথবা তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় ও পার্থক্য প্রকাশ করা।

৩ এতে বোঝা গেলো আল্লাহ পাকের হুকুম জানার পরেও তা মান্য করতে অন্তরে সংকোচ বোধ করা মুনাফিকের আলামত।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. আমি তোমার চেহারার আসমানের দিকে বারবার ওঠা দেখছি, সুতরাং অবশ্যই আমি তোমাকে সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেবো, যাতে তোমার সন্তুষ্টি রয়েছে। [১] সুতরাং এখনই নিজের চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে দাও। আর হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাকো, নিজেদের মুখ সেদিকেই করে নাও। আর নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে,এই পরিবর্তন তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। [২] আর আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে গাফেল নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ

১৪৫. আর যদি তুমি তাদের(আহলে কিতাব)কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শনও নিয়ে আসো, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না [৩] এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নও। আর তারা পরস্পরের কিবলারও অনুসারী নয়। আর (হে শ্রোতা!) [৪] যদি তোমার কাছে জ্ঞান

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো আল্লাহ পাক তার হাবীবের সন্তুষ্টি খুবই পছন্দ করেন আর আল্লাহ পাক তার ইচ্ছা পূরণ করেন।

২ যারা আহলে কিতাব তারা জানতো কিবলার এই পরিবর্তন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই কেননা তাদের কিতাবে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র এই বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান ছিলো আর তাদের নবীগণও عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁর এই নিদর্শনের কথা বলেছিলেন যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে ফিরবেন।

৩ প্রমাণাদির পরেও আহলে কিতাব কর্তৃক মুসলমানদের কিলাকে অনুসরণ না করার কারণ হলো তাদের অন্তরে এই হিংসা ছিলো যে, বনী ইসরাঈল থেকে নবুওয়াত স্থানান্তর হয়ে যাওয়া। বোঝা গেলো হিংসা খুবই মন্দ স্বভাব যা মানুষকে সত্য গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করে।

৪ এখানে শুধু হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্দেশ্য নয় বরং এই আয়াত শ্রবণকারী প্রত্যেক শ্রোতা অথবা প্রকাশ্যভাবে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কথা উল্লেখ করে তাঁর উম্মতকে বোঝানো হয়েছে কেননা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো আহলে কিতাবদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করতে পারেন না।

مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۴۵﴾

আসার পর তুমি তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো, তবে তখন তুমি অবশ্যই অত্যাচারী হবে।

اَلَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ يَعۡرِفُوۡنَهٗ كَمَا يَعۡرِفُوۡنَ اَبۡنَآءَهُمۡ ؕ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. ওই সব লোক, যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা এই নবীকে এমনভাবে চেনে, যেমন তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনে। আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একটি দল জেনেবুঝে সত্য গোপন করে।

اَلۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُمۡتَرِيۡنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭. হে শ্রোতা![১] সত্য সেটাই যা তোমার রবের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلِكُلٍّ وِّجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيۡهَا فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرٰتِ ؕ اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا يَاۡتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮. আর প্রত্যেকের জন্য মনোযোগের একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাও।[২]। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وقف لازم | وقف منزل | ع ١٧ | وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

টীকা:

১ এখানে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি বরং এই আয়াত শ্রবণকারী প্রত্যেক শ্রোতা অথবা এখানেও দৃশ্যত হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্বোধন করা হলেও মূলত তার উম্মতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেননা তিনি আল্লাহর হুকুমে সন্দেহ করতে পারেন না ।

২ আয়াতে এই কথা বোঝানো হয়েছে যে, ধন - সম্পদ, পদ - পদবী, খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা আর দুনিয়াদারি এমন বিষয় নয় যা নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে, কেননা এসব ক্ষণস্থায়ী অপরদিকে চিরস্থায়ী ও প্রতিযোগিতা করার বস্তু হলো নেকী, ইবাদত আর মঙ্গলজনক কাজ।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. আর (হে হাবীব!) তুমি যেখান থেকেই আসো, নিজের মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে করো, আর নিশ্চয়ই এটি তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে গাফেল নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫০.আর (হে হাবীব!) তুমি যেখান থেকেই আসো, নিজের মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে করো, আর হে মুসলমানগণ। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের মুখ সেদিকেই করো যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোনো বিতর্ক প্রমাণ না থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অন্যায় করবে, তবে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো[১] যাতে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিই যাতে তোমরা হেদায়েত পাও।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ

১৫১. যেমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, আর তোমাদেরকে কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা

টীকা:

১ আল্লাহ পাকের ভয় অন্য ভয়ের তুলনায় অধিক হওয়া উচিৎ আর সৃষ্টিজগৎকে খুশি করার চেয়ে আল্লাহকে খুশি করা অধিক হওয়া উচিৎ।

تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾	দেয়। আর তোমাদেরকে তা শিক্ষাদান করে যা তোমাদের জানা ছিলো না।[১]
فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾ ع	১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদের স্মরণ(আলোচনা) করবো এবং আমার শুকরিয়া আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না ।[২]
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾	১৫৩. হে ঈমানদারগণ ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো[৩]। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন ।
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾	১৫৪. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাঁদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।[৪]
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ ۙ	১৫৫. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধার মাধ্যমে এবং কিছু ধন সম্পদ, প্রাণ ফসলের ঘাটতির মাধ্যমে। আর সুসংবাদ শোনাও ধৈর্যধারণ কারীদেরকে।

টীকা:

১ বাস্তবতা হলো, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু প্রকাশ্য কুরআনের বিষয়াদি ও আল্লাহ পাকের আহকামই জানেন না বরং হেদায়েত, ন্যায়বিচার, সফলতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অসংখ্য বিষয় শিক্ষা দেন কেননা তার জ্ঞান হলো পূর্বের ও পরের সকল ব্যক্তির জ্ঞানের সংকলন।

২ যখন কুফর শব্দটি কৃতজ্ঞতা শব্দের বিপরীতে আসবে তখন এর অর্থ হবে অকৃতজ্ঞতা আর যখন ইসলাম বা ঈমানের বিপরীতে আসবে তখন অর্থ দাঁড়াবে অবিশ্বাস। এই আয়াতে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অকৃতজ্ঞতা।

৩ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক নয়। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

৪ শহীদরা অকাট্যভাবে জীবিত কিন্তু তাদের জীবন কেমন তা আমাদের বোধগম্য নয়। এ জন্য পার্থিব বিষয়ে তাদের জন্য সাধারণ মৃত ব্যক্তির ন্যায় শরয়ী বিধান অব্যাহত থাকে।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. তারা এমন লোক যে, যখন তাদের উপর কোনো বিপদ আসে, তখন বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে দরূদ ও রহমত বর্ষিত হয়। আর এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۭ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত[১]। সুতরাং যে এই কাবাঘরের হজ কিংবা ওমরা পালন করে তার জন্য এ দুটি প্রদক্ষিণ করাতে কোনো গুনাহ নেই । যে কেউ স্বেচ্ছায় কোনো কল্যাণ করে তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ নেকীর বিনিময় দান করেন, তিনি সব কিছুই জানেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. নিঃসন্দেহে ওই সব লোক যারা আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হেদায়েতকে গোপন করে[২]। অথচ মানুষের জন্য আমি তা সুস্পষ্টভাবে কিতাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন আর অভিসম্পাত কারীরাও তাদের উপর অভিসম্পাত করে।

টীকা:

১ সাফা ও মারওয়া পর্বতের এই মর্যাদা হযরত হাজেরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا 'র সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার বরকতে অর্জিত হয়েছে এতে বোঝা গেলো নেককারদের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তু মর্যাদাপূর্ণ হয়ে যায়।

২ দ্বীনী বিষয়কে গোপন করা গুনাহ, যেমন প্রয়োজনের সময় প্রকাশ না করা অথবা ভুল বর্ণনা করা। বরং ভুল বর্ণনা করার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। বর্তমানে ভুল মাসয়ালা বর্ণনাকারী এবং কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যাকারীদের অভাব নেই। আর এসব কিছু উপরোক্ত আয়াতের সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

১৬০. কিন্তু ওই সব লোক, যারা তাওবা করে, সংশোধন করে নেয় আর (গোপনকৃত বিষয়গুলো) প্রকাশ করে তবে আমি তাদের তাওবা কবুল করবো। আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা কুফরী করেছে [১] আর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।[২]

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের (উপর থেকে) না শাস্তি লঘু করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ ع

১৬৩. এবং তোমাদের মাবুদ হলেন একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ع ١٦/٢

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ

১৬৪. নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং নৌকায়- যা সমুদ্রে মানুষের কল্যাণ নিয়ে চলাচল করে আর আল্লাহ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন তা দ্বারা মৃত জমিনকে

টীকা:

১ আরবী শব্দ كفار (কুফফার) হচ্ছে কাফির শব্দের বহুবচন।

২ মৃত্যুর সময় ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া অনেক বড় দূর্ভাগ্যের বিষয় আর সে সময় ঈমান নিরাপদ থাকা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, সে যতই বড় নেককার পরহেযগার ইবাদতগুজার হোক না কেন নিজের মন্দ মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা।

مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

জীবনদান করেন এবং জমিনে ছড়িয়ে দেন প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু ও বায়ুর পরিবর্তন আর ওই মেঘ, যা আসমান ও জমিনের মাঝে (আল্লাহর) নির্দেশ পালনে বাধ্য।[১] নিশ্চয়ই এ সবের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন ।[২]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. আর কিছু লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে মাবুদ বানায় যাদেরকে আল্লাহর মতোই ভালবাসে আর ঈমানদারগণ আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আর জালেমরা যদি (আজই) সেই আযাব দেখতে পেতো, (কিয়ামতের দিন) যা তারা স্বচক্ষে দেখবে। কেননা সকল ক্ষমতাই আল্লাহর। আর আল্লাহই কঠিন শাস্তিদাতা।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ

১৬৬. যখন দলনেতারা তাদের অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে আর

টীকা:

১ এই আয়াতে বর্ণনাকৃত প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করলে আল্লাহর কুদরতের এমন শান পরিলক্ষিত হয় যা দ্বারা বিবেক- বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়।

২ বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানও আল্লাহকে চেনার মাধ্যম । বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অধিক হবে আল্লাহর শান ও কুদরতের পরিচয়ও অধিক অর্জিত হবে। সুতরাং যদি কেউ ইসলাম ধর্মের খিদমত আর আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে তাহলে এটিও মহান ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে এবং আল্লাহ পাক যে, সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বলেছেন তা এই নির্দেশ পালনের মধ্যে পরিগণিত হবে।

اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

আযাব দেখতে পাবে এবং ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কের সব বন্ধন।[১]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ ع

১৬৭. আর অনুসারীরা বলবে যদি আমাদেরকে একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো তবে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হতাম, যেভাবে তারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে।[২] এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ তাদেরকে দেখাবেন অনুশোচনারূপে আর তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. হে মানবজাতি! যা কিছু জমিনে, হালাল[৩] পবিত্র[৪] রয়েছে তা থেকে আহার করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَ

১৬৯. সে তোমাদের কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের (নির্দেশ দেবে) আর এ নির্দেশ দেবে

ع ٢٠

টীকা:

১ স্মরণ রাখবেন কিয়ামতের দিন কাফেরদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরাম, পরহেযগার ব্যক্তিবর্গ ও নেককারদের সাথে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় থাকবে।

২ স্মরণ রাখবেন যে, ঈমান আর নেক আমলের প্রকৃত অনুশোচনা কাফেররা করবে কিন্তু মুসলমানরাও নেকী কম করা আর গুনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করবে।

৩ ইসলাম ধর্মে হালাল খাওয়া ও হারাম থেকে বাঁচার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হারাম রুজি উপার্জন ও আহার করে কেউ কখনো পরহেযগার হতে পারবে না। ঘুষ, সুদ, চুরি, ডাকাতি অন্যের সম্পদ দখল করা সবগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

৪ হালাল ও পবিত্র বস্তু বলতে ওই সকল বস্তুকে বোঝায় যা স্বয়ং নিজেও হালাল যেমন ছাগলের মাংস, সবজি,ডাল ইত্যাদি আর অর্জন করার পন্থাও হালাল হতে হবে অর্থাৎ চুরি,ঘুষ ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে যেন না হয়।

اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

যে, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলো যা তোমরা নিজেরাই জানো না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আর যখন তাদেরকে বলা হয় ওই সব বিষয়ের অনুসরণ করো, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তখন (তারা) বলে আমরা তো ওই বিষয়ের অনুসরণ করবো, যে বিষয়ে অনুসরণ করতে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখেছি, যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের না ছিলো বিবেক-বুদ্ধি আর না ছিলো হেদায়েত ?[১]

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আর কাফেরদের উপমা ওই ব্যক্তির ন্যায়, যেমন- কেউ এমন ব্যক্তিকে আহ্বান করে, যে কেবল চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনে না। (এই কাফেররা) বধির, বোবা এবং অন্ধ। সুতরাং তারা বোঝে না।[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. হে ঈমানদারগণ, আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তু আহার করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করো যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো।

টীকা:

১ শরীয়তের বিপরীতে বাপ-দাদার অনুসরণ করা হারাম। অনুরূপ গুনাহের কাজে বাপ-দাদার অনুসরণ করা নাজায়েয - এ কারণে যে, হাদিসের ভাষ্যমতে আল্লাহ পাকের নাফরমানীমূলক কাজে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। আমাদের সমাজে বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরীয়তের উপর আমল করার কথা বললে মানুষ তার বাপ-দাদা এবং পূর্বপুরুষের রীতিনীতি ও প্রথার অজুহাত দেখায় এরকম অজুহাতের কোনো ভিত্তি নেই।

২ কান, জিহ্বা এবং চোখ দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারিতা হলো যে, এগুলো দ্বারা যেন সত্য শোনা, সত্য বলা ও সত্য দেখা হয় আর যেহেতু কাফেররা এই অঙ্গগুলো দিয়ে উপকারিতা অর্জন করে না এ জন্যে এরা বধির, বোবা আর অন্ধ।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ
لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ
عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. তিনি তোমাদের উপর কেবল মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং ওই পশুকে হারাম করেছেন যাকে জবাই করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে।[১] তবে যে ব্যক্তি অপারগ হয়ে পড়ে অথচ সে স্বয়ং ইচ্ছুক নয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও নয়, তার জন্য কোনো গুনাহ নেই।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ
أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ
لَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. নিঃসন্দেহে সেসব লোক যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবকে গোপন করে[২] আর এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন না তাদের সাথে কথা বলবেন[৩], না তাদেরকে পূতপবিত্র করবেন আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ

১৭৫. এরাই হলো সেসব লোক যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী আর ক্ষমার পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। সুতরাং

টীকা:

১ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করার অর্থ হলো ছুরি চালানোর সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা । এমন পশু খাওয়া হারাম ও তা মৃত পশু। কোনো জীবিত পশুর সাথে এই আয়াতকে সম্পৃক্ত করা ভিত্তিহীন । আরো বিস্তারিত জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম খণ্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

২ স্মরণ রাখবেন যে, কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাউকে অবগত না করা, পড়ে না শোনানো, না দেখানো- এসবও গোপন করার অন্তর্ভুক্ত। আর এটিও গোপন করার অন্তর্ভুক্ত যে, ভুল ব্যাখ্যা করে অর্থ বিকৃত করার চেষ্টা করা ও কিতাবের প্রকৃত অর্থ ঢেকে দেওয়া। ইহুদিরা এ সমস্ত কাজ করতো আর আজও অনেক লোক এ সকল কাজ করে ।

৩ এখানে কথা না বলা দ্বারা দয়া পরবশ হয়ে কথা না বলাকে বোঝানো হয়েছে।

بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

এদের আগুন সহ্য করার কতই না শক্তি রয়েছে![১]

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾ ع

১৭৬. এই (শাস্তি) এ জন্য যে, আল্লাহ কিতাবকে সত্য সহকারে নাযিল করেছেন আর নিঃসন্দেহে কিতাবে মতবিরোধ সৃষ্টিকারীরা[২] সুদূরপ্রসারী বিরোধিতা ও একগুঁয়েমিতে লিপ্ত।

ع ٢١ ٥

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى

১৭৭. প্রকৃত নেকী এই নয় যে, তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফেরাবে বরং প্রকৃত নেকী হলো, যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং সকল নবী-রাসূলের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় পছন্দের সম্পদ আত্মীয়, এতিম, মিসকীন, মুসাফির[৩] ভিক্ষুক এবং (দাস-দাসীদেরকে) মুক্ত করার জন্য খরচ করে, আর নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর ওই সব লোক যারা অঙ্গীকার করে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে আর বিপদ, সংকট ও জিহাদের সময় ধৈর্যধারণ করে, এসব লোকেরাই

টীকা:

১ আয়াতে "ما" শব্দটি মানুষের প্রচলিত প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী আশ্চর্যবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর এটি প্রশ্নবোধকও হতে পারে।

২ কিতাব বলতে কুরআন শরীফ বা তাওরাত শরীফ। কুরআন হলে অর্থ হবে অস্বীকার করা আর তাওরাত হলে অর্থ হবে সঠিকভাবে না মানা কেননা ইহুদিরা কুরআনকে একেবারেই অস্বীকার করতো আর শুধু তাওরাতকে মানার দাবী করতো, কিন্তু সঠিকভাবে মানতো না।

৩ আয়াতে উল্লেখিত "اِبْنَ السَّبِيْلِ" শব্দের অনুবাদ হলো রাস্তার ছেলে আর এর দ্বারা মুসাফিরকে বোঝানো হয়।

الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا
عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ
الضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

সত্যবাদী[১] আর এরাই পরহেযগার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ
فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর নিহতদের[২] হত্যার কিসাস (প্রতিশোধ) নেওয়া ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী, তবে যার জন্য তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করে দেওয়া হয়- তবে তা যেন যথাযথ ভাবে দাবি করা হয় এবং উত্তরাধিকারীকে যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়া হয়।[৩] এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

টীকা:

১ অর্থাৎ সঠিক আকিদা পোষণকারী, নামাযী, যাকাত দান সদকা দানকারী, ধৈর্যধারণকারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর নেক আমলকারীই ব্যক্তিই নিজের ঈমানের দাবিতে প্রকৃত সত্যবাদী। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এমনই বানিয়ে দিক।

২ আরবী শব্দ ''قتلى'' ''قتيل'' শব্দের বহুবচন।

৩ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সম্পদের বিনিময়ে ক্ষমা করতে রাজি হলে তার জন্য দাবি করার ক্ষেত্রে আর অন্যদিকে হত্যাকারীর জন্য রক্তপণ আদায় করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. হে বিবেকবানগণ, হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা বাঁচতে পারো।[১]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে[২] যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় (তবে) যদি সে কোনো সম্পদ রেখে যায় তবে সে যেন তার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ভালোভাবে ওসিয়ত করে যায়, তা পরহেযগারদের জন্য অবশ্য পালনীয়।

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾

১৮১. অতঃপর যদি কেউ ওসিয়ত শোনার পর তা পরিবর্তন করে তবে তার গুনাহ ওই পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে।[৩] নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

১৮২. অতঃপর যার মধ্যে ওসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্বের অথবা গুনাহের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় তবে সে যেন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। এতে তার কোনো

টীকা:

১ কিসাসে এভাবে জীবন রয়েছে যে, কিসাসে নিজে হত্যা হওয়ার ভয়ে মানুষ অন্যকে হত্যা করা থেকে দূরে থাকবে এবং হত্যাকারীকে হত্যার শাস্তি দিলে অন্যরাও এ থেকে শিক্ষা পাবে আর এভাবে তা মানুষের জীবন রক্ষা করার মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে।

২ মীরাসের (উত্তরাধিকার) বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির জন্য তার সম্পদের বিষয়ে ওসিয়ত করা ওয়াজিব ছিলো, কেননা সে সময় ওসিয়ত অনুযায়ী সম্পদ বন্টন করা হতো। মীরাসের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর ওসিয়ত করা ওয়াজিবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে, তবে জায়েয হওয়ার হুকুম এখনো বিদ্যমান আছে।

৩ ওসিয়ত করার পরে জীবদ্দশায় ওসিয়ত পরিবর্তন করার অনুমতি ওসিয়তকারীর জন্য রয়েছে কিন্তু মৃত্যুর পরে অন্য কোনো ব্যক্তির ওসিয়ত পরিবর্তন করার অনুমতি শরীয়তের পক্ষ থেকে নেই।

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

গুনাহ হবে না।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে[২] যেরূপ ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যাতে তোমরা পরহেযগার হয়ে যাও।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. নির্ধারিত কয়েকটি দিন মাত্র। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে রাখবে[৩] আর যাদের তা (রোযা) রাখার সামর্থ্য নেই তাদের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার দেওয়া অপরিহার্য। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজে অধিক সৎকর্ম করে তা তার জন্য অধিক উত্তম। আর যদি তোমরা জানো, তবে রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

টীকা:

১ যদি কোনো আলিম, হাকিম, ওসিয়তকারী অথবা আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি জানে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তি ওসিয়তে সীমালঙ্ঘন করছে বা শরীয়তের হুকুম অমান্য করছে আর তারা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বুঝিয়ে ওসিয়ত সংশোধন করায় তাহলে এমন ব্যক্তি গুনাহগার নয় বরং নিজের নেক কাজের জন্য সাওয়াবের হকদার হবে।

২ এই আয়াতে রোযার ফরয হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। শরীয়তে রোযা হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার আর সহবাস থেকে বিরত থাকা।

৩ অসুস্থ ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি তখনই রয়েছে যখন রোযা রাখলে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার অথবা মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে আর মুসাফিরের রোযা না রাখার অনুমতি তখনই রয়েছে যখন সে ৯২ কিলোমিটার অথবা এর চেয়ে অধিক দূরত্বে সফর করবে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ
الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ
مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ
اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا
یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৫. রমযান মাস[১] যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানবজাতির জন্য হেদায়েত ও পথনির্দেশ এবং সত্য - মিথ্যার পার্থক্যের উজ্জ্বল বিষয় (সম্বলিত)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পায় সে যেন অবশ্যই এতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে রাখবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না (আর এই সহজীকরণ এ জন্য যে) যাতে তোমরা (রোযাসমূহের) সংখ্যা পূর্ণ করো।[২] যাতে তোমরা এই বিষয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন আর যাতে তোমরা শোকর আদায়কারী হও।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ
اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

১৮৬. আর হে হাবীব! আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, নিশ্চয়ই আমি নিকটেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা কবুল করি যখন

টীকা:

১ রমযান এমন এক মাস যার নাম কুরআনে পাকে এসেছে আর কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে রমযান মাসের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে জানা গেলো, যে ক্ষণের সাথে কোনো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধ থাকে সে ক্ষণটি কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত। এ জন্য যে দিন ও ক্ষণের সাথে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র জন্ম ও মেরাজের সম্পর্ক রয়েছে তা সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ।

২ সংখ্যা পূর্ণ করার অর্থ হলো রমযানের ২৯ বা ৩০ দিন পূর্ণ করা আর তাকবীর বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দ্বীনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন সুতরাং তোমরা তার জন্য আল্লাহ পাকের মহিমা বর্ণনা করো আর এই বিষয়গুলোর জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করো।

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

তারা আমার নিকট প্রার্থনা করে।[১] সুতরাং তাদের উচিৎ তারা যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

১৮৭. তোমাদের জন্য রোযার রাতগুলোতে নিজের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করে দেওয়া হয়েছে।[২] তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রাণকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই এখন তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ যা তোমাদের ভাগ্যে লিখেছেন তা অনুসন্ধান করো।[৩] আর পানাহার করো যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা (ফজর) থেকে কালো রেখা (রাত) সুস্পষ্ট হয়। অতঃপর রোযা পূর্ণ করো রাতের আগমন পর্যন্ত এবং স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না, যখন তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে থাকো।[৪] এগুলো হলো আল্লাহর

টীকা:

১ দোয়ার অর্থ হলো নিজের প্রয়োজনকে উপস্থাপন করা আর ইজাবত বা কবুলিয়্যাত অর্থ হলো আল্লাহ পাক নিজ বান্দার দোয়ার সময় "لَبَّيْكَ عَبْدِيْ" বলেন। অবশ্য যা চাওয়া হয়েছে তা পাওয়া ভিন্ন বিষয়।

২ আরবী শব্দ "الرَّفَثُ"'র শাব্দিক অর্থ হলো পুরুষ ও মহিলার পারস্পরিক এমন গোপন কথা বলা যা সবার সামনে বলার মতো না আর এখানে এর অর্থ হলো সহবাস করা।

৩ আল্লাহ যা লিখে দিয়েছেন অনুসন্ধান করার একটি উদ্দেশ্য হলো যে, স্ত্রীসহবাসের সময় সন্তান লাভের নিয়তও থাকা উচিৎ, যেন মুসলমানদের জনশক্তি বৃদ্ধি পায়, দ্বীন শক্তিশালী হয়।

৪ এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রমযানের রাতে রোযাদারদের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল যদি সে ইতিকাফকারী না হয়। ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস ইত্যাদি হারাম।

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۭ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝١٨٧

সীমারেখা, এর নিকটে যেও না। আল্লাহ এভাবেই নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন যাতে তারা পরহেযগার হয়।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٨٨ ع

১৮৮. এবং তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। আর বিচারকের কাছে তার মামলা এজন্য পৌঁছে দিও না যে, মানুষের সম্পদের কিছু অংশ অবৈধভাবে জেনেবুঝে ভক্ষণ করবে।[১]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا

১৮৯. তারা তোমাকে নতুন চাঁদের বিষয়ে প্রশ্ন করে।[২] তুমি বলে দাও এটি মানবজাতি ও হজের জন্য সময় নির্ধারণের আলামত। আর এটা কোনো নেকী নয় যে, তোমরা ঘরের পেছনের দেওয়াল ভেঙে প্রবেশ করবে। হ্যাঁ, প্রকৃত নেককার তো সে-ই, যে পরহেযগার।[৩] ঘরে দরজাগুলো দিয়েই

ع ٢٣ ٧

টীকা:

১ অবৈধ ফায়দা লাভের জন্য কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আর তাকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়া হারাম ও নাজায়েয। তদ্রুপ নিজের ফায়দা লাভের জন্য, অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বিচারকের উপর চাপ সৃষ্টি করা, ঘুষ দেওয়া হারাম। বিচারক পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা যাদের আছে তাদের এই আয়াতের হুকুমের প্রতি লক্ষ্য করা উচিৎ।

২ আরবী শব্দ "اَهِلَّة" যা কিনা হিলাল "هلال" শব্দের বহুবচন। নতুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় রাতের চাঁদকে হিলাল বলা হয়।

৩ এই আয়াত আইয়ামে জাহেলিয়্যাতের একটি প্রথা সম্পর্কে নাযিল হয়। এতে বোঝা গেলো কোনো কিছুকে নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত হারাম ও নাজায়েয মনে করা মূর্খদের কাজ। নিজের পক্ষ থেকে খারাপ প্রথা তৈরি করা আর নিজের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া জায়েয নেই। অনেক কাজ সাধারণত বৈধ কিন্তু নিজ থেকে শরয়ীভাবে আবশ্যক মনে করলে তা শরীয়ত-পরিপন্থী হয়ে যায়।

الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

প্রবেশ করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এ আশায় যে, তোমরা সাফল্য অর্জন করবে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. এবং আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১. আর (যুদ্ধের সময়) কাফেরদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো।[১] এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছিলো। আর ফিতনা হত্যা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। আর মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। আর তারা যদি তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তাদের হত্যা করো। এটাই হলো কাফেরদের শাস্তি।[২]

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯২. অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

টীকা:

১ এখানে যুদ্ধের সময় কাফেরদের হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। এ হুকুম দেওয়া হয়নি যে, শান্তিকালীন অবস্থা বা যুদ্ধ পরিস্থিতি, লড়াই বা সন্ধি সর্বাবস্থায় তাদেরকে হত্যা করো।

২ হেরেম শরীফের সীমানার ভেতরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে কেননা তা হেরেম শরীফের সম্মান পরিপন্থী। কিন্তু কাফেররাই যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে তাহলে প্রতি-উত্তরে সেখানেও তাদের সাথে যুদ্ধ করা ও হত্যা করার অনুমতি রয়েছে।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়।[১] আর যতক্ষণ না ইবাদত আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে, তবে শুধু জালেমদের জন্যই কঠোরতার শাস্তি বহাল থাকবে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস এবং সকল সম্মানিত বস্তুর বিনিময় রয়েছে। সুতরাং যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তোমরাও তাদের উপর অত্যাচার করো ততটুকুই, যতটুকু তারা করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো আর জেনে রাখো! আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন।[২]

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ۬ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো আর নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। আর নেকী করো নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের পছন্দ করেন।

مع

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ

১৯৬. আর আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরা পরিপূর্ণ করো। অতঃপর যদি তোমাদেরকে (মক্কায় আসতে) বাধা দেওয়া হয়,[৩] তবে

টীকা:

১ এখানে ফিতনা দ্বারা "শিরককে" বোঝানো হয়েছে।

২ ইসলাম ধর্মে উত্তম চরিত্র, সুন্দর ব্যবহার আর জুলুম থেকে বিরত থাকার অনন্য শিক্ষার উদাহরণ দেখুন যে, উদ্দীপ্ত আবেগ, প্রতিশোধ-স্পৃহা আর শত্রুদের উপর চড়াও হওয়ার সময়ও প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তাকওয়া, ন্যায়ের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

৩ হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার পরে কোনো কারণে যেমন শত্রু, হিংস্র প্রাণীর ভয় অথবা সফরের কারণে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হজ ও ওমরা পালন করতে না পারাকে ইহসার (احصار) বলে।

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ
فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ
نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ۪ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا
رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

(হেরেম শরীফে) যে সকল কুরবানীর পশু সহজলভ্য তা প্রেরণ করো। আর তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না কুরবানীর (পশু) যথাস্থানে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো যন্ত্রণা থাকে, তবে রোযা রাখবে কিংবা সদকা অথবা কুরবানীর ফিদিয়া দেবে।[১] অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ থাকবে তখন যে ব্যক্তি হজের সাথে ওমরা একত্রিত করার সুযোগ গ্রহণ করে, তার জন্য যা সহজলভ্য তা কুরবানী করা আবশ্যক। অতঃপর যে ব্যক্তি (কুরবানী করার সামর্থ্য) রাখে না, সে হজের দিনগুলোতে তিনটি রোযা রাখবে; আর সাতটি রোযা রাখবে (ওই সময়) যখন তোমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে। এই হলো পরিপূর্ণ দশ।[২] এ হুকুম তার জন্য যে মক্কার অধিবাসী নয়।[৩] আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী।

ع ٢٤ ٨

টীকা:

১ ইহরাম অবস্থায় যে সকল আবশ্যিক কাজ লঙঘন করার কারণে দম দেওয়া অর্থাৎ কুরবানী করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, এখন ওই লঙঘন যদি রোগ বা মাথায় ক্ষত, ফোঁড়া বা উকুন ইত্যাদি অধিক কষ্টের কারণে হলে, সেক্ষেত্রে কুরবানীর পরিবর্তে ৬ জন মিসকীনকে একটি করে সদকা দেওয়া বা দু বেলা পেট ভরে খাওয়ানো বা তিনটি রোযা রাখা বা কুরবানী করার অনুমতি রয়েছে।

২ যে ব্যক্তি একই সফরে হজ ও ওমরা করার সৌভাগ্য অর্জন করে তাহলে তার উপর শুকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা আবশ্যক, আর কুরবানীর সামর্থ্য না থাকলে দশটি রোযা রাখবে। তিনটি রোযা ইহরাম বাঁধার পরে ১ শাওয়াল থেকে ৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত আর ৭ টি রোযা ১৩ই যিলহজ্জের পরে রাখবে।

৩ তামাত্তু ও কিরান হজ শুধু তাদের জন্য জায়েয যারা আফাকী অর্থাৎ যারা মীকাতের বাইরের অধিবাসী। মীকাতের ভিতরের অধিবাসীদের জন্য তামাত্তু বা কিরান কোনোটি করার অনুমতি নেই। তারা শুধু ইফরাদ হজ করতে পারবে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ
فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَ
لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ
خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ
يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. হজের কতিপয় মাস সবার জানা। সুতরাং এ মাসগুলোতে যে ব্যক্তি হজের নিয়ত করে তবে সে যেন হজের সময় নারীদের সামনে সহবাসের আলোচনা না করে। আর না কোনো গুনাহ করে আর না কারো সাথে ঝগড়া করে। আর তোমরা যে উত্তম কাজ করে থাকো আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে করে নাও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা। আর আমাকে ভয় করতে থাকো,[১] হে বিবেকবানগণ!

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَ
اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. তোমাদের উপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করাতে কোনো গুনাহ নেই। অতঃপর যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশআ'রে-হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো। আর তাঁকেই স্মরণ করো। কেননা তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। যদিও এর পূর্বে তোমরা নিশ্চিত বিভ্রান্ত ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ

১৯৯. অতঃপর (হে কুরাইশগণ!) তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে

টীকা:

১ বিবেকবান বলে এজন্য সম্বোধন করা হয়েছে যে, যেন মানুষ বুঝতে পারে বিবেকের দাবিই হলো আল্লাহকে ভয় করা। যে আল্লাহকে ভয় করে না সে বিবেকহীন ব্যক্তির ন্যায়। বিবেক হলো তাই যা আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে আর যে বিবেক দ্বারা মানুষ বেদ্বীন হয়ে যায় তা বিবেক নয় বরং তা বিবেকহীনতা।

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

সবাই ফিরে আসে।[১] আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০. অতঃপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজ পরিপূর্ণ করবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে। বরং এর চেয়েও বেশি স্মরণ করো।[২] আর কোনো ব্যক্তি এভাবে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দান করো [৩] অথচ আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০১. আর কেউ এভাবে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো! এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।

النصف

টীকা:

১ কুরাইশ গোত্রের লোক অন্যান্যদের সাথে আরাফাতে অবস্থান করার পরিবর্তে মুযদালিফায় অবস্থান করতো আর যখন মানুষ আরাফাত থেকে ফিরে আসতো তখন তারা মুযদালিফা থেকে ফিরে আসতো, এতে নিজেদেরকে তারা বড় মনে করতো। এই আয়াতে তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারাও যেন সবার সাথে আরাফাতে অবস্থান করে আর একসাথে ফিরে আসে। এতে বোঝা গেলো ইসলামী বিধান কোনো গোত্রের জন্য পরিবর্তন হয় না এবং কারো সম্মান- মর্যাদার জন্যও তা পরিবর্তন হয় না বরং ধনী- গরিব,সাদা - কালো, আরবী-অনারবী সবার জন্য ইসলামের বিধান সমান।

২ জাহেলিয়্যাতের যুগে আরববাসীরা হজের পরে কাবা শরীফের সামনে নিজের বাপ-দাদার বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতো। ইসলামে বলা হয়েছে যে, এই প্রসিদ্ধি লাভ বা আত্ম-প্রচারণা অনর্থক বিষয়, এর পরিবর্তে আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহর যিকির করো।

৩ মনে রাখবেন মুমিন যদি দুনিয়ার কল্যাণ চায় তাও তার জন্য জায়েয । তার এ দুনিয়া কামনা যদি দ্বীনের সাহায্য ও দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য হয় তাহলে এই দোয়াও দ্বীনী কাজে পরিগণিত হবে কিন্তু মনে রাখবেন আখেরাতকে বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়া কামনা করা মুসলমানের শান নয়।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০২. এসব লোকদের জন্য তাদের উপার্জিত কৃতকর্ম হতে কিছু অংশ রয়েছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. আর নির্ধারিত দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো।[১] অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে দু'দিনে (মিনা থেকে) চলে যায়, তার জন্য কোনো গুনাহ নেই।[২] আর যে ব্যক্তি পশ্চাতে রয়ে যায়, তার জন্যেও কোনো গুনাহ নেই। (এ সুসংবাদ) তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রাখো! তোমাদেরকে তাঁরই দিকে সমবেত করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰي مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যার কথাবার্তা পার্থিব জীবনে তোমাদের খুব ভালো লাগে। আর সে নিজের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে অথচ সে সবচেয়ে বেশি ঝগড়াটে।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ

২০৫. আর যখন সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তখন চেষ্টা করে জমিনে ফাসাদ ছড়াতে এবং শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু ধ্বংস

টীকা:

১ নির্ধারিত দিন বলতে আইয়ামে তাশরীককে বোঝানো হয়েছে। যিকরুল্লাহ (ذكر الله) বলতে নামাযের পরে জামরাতে রমী করার (শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার) সময় তাকবীর পাঠ করাকে বোঝানো হয়েছে এবং আয়াত দ্বারা মিনায় অবস্থানকালে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকাকে বোঝানো হয়েছে।

২ এখানে দুই দিন পর পাথর নিক্ষেপ করে চলে যাওয়া বলতে যিলহজ্জ মাসের পরের দুই দিনকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি ১২ তারিখে পাথর নিক্ষেপ করে মিনা থেকে ফিরে আসে তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না যদিওবা ১৩ তারিখ পাথর নিক্ষেপ করে ফিরে আসা উত্তম।

لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

করতে। আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না। [১]

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার একগুঁয়েমি গুনাহের প্রতি আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং এদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্ট ঠিকানা।[২]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. আর মানুষের মাঝে এমনও ব্যক্তি রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ বিক্রি করে। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

২০৮.হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

২০৯. অতঃপর তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তবে নিশ্চিত জেনে রাখো! আল্লাহ

টীকা:

১ এই আয়াতে যদিওবা একজন নির্দিষ্ট মুনাফিকের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এই আয়াত অন্যান্যদের বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। আমাদের সমাজেও অনেক মানুষ এমন আছে যাদের মুখের ভাষা খুব মিষ্টি হয়, কথা খুব কোমলভাবে বলে আর বড় বিনয় প্রকাশ করে কিন্তু গোপনে দ্বীনী মাসআলার ব্যাপারে মানুষের মাঝে বা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করে আর সে ধ্বংস ও ক্ষতির মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

২ মুনাফিক ব্যক্তির একটি আলামত হলো তাকে বোঝানো হলেও নিজের দাবিতে অটল থাকে। অন্যের কথা মান্য করা নিজের জন্য অপমানের বিষয় আর অন্যের উপদেশ শোনাকে আত্মসম্মানের বিষয় মনে করে । আফসোস! আমাদের সমাজেও এমন লোকের অভাব নেই।

حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾	পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾ ع	২১০. মানুষ তো এরই প্রত্যাশা করছে যে, মেঘের ছায়াতলে তাদের কাছে আল্লাহর শাস্তি ও ফেরেশতারা আসুক আর ফয়সালা করে দেওয়া হোক। আর আল্লাহর দিকেই সকল কাজ প্রত্যাবর্তিত হয় ।
سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾	২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করো যে, তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি।[২] আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত নিজের কাছে আসার পর বদলে ফেলে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন।[৩]
زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ	২১২.কাফেরদের দৃষ্টিতে[৪], পার্থিব জীবনকে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং তারা মুসলমানদের ব্যাপারে হাসি-তামাশা করে এবং খোদাভীরুগণ কিয়ামতের দিন ওই

ع ৪ ৩ ৭ — وقف لازم

টীকা:

১ এর অর্থ হলো যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণের পরও ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা থেকে দূরে থাকো তাহলে তা তোমাদের জন্য বড় অপরাধ হবে।

২ স্মর্তব্য যে, বনী ইসরাঈলের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে বোঝানোর জন্য এবং তাদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক যে মেহেরবান- তা স্বীকার করানোর জন্য ছিলো ।

৩ আল্লাহর নিয়ামত বলতে আল্লাহর আয়াতকে বোঝানো হয়েছে, যা হেদায়েতের মাধ্যম, আর এর মাধ্যমেই পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর ওই আয়াতগুলোতেই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রশংসা, গুণ, নবুওয়াত ও রিসালাতের বর্ণনা রয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিজেদের কিতাব পরিবর্তন করা এই নেয়ামতকে পরিবর্তন করার শামিল ।

৪ কাফেরদের জন্য দুনিয়ার জীবন সুশোভিত করার অর্থ হলো যে তারা এই জীবনকেই ভালোবাসে, একে গুরুত্ব দেয়, আর এর জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করে। স্মর্তব্য যে, দুনিয়ার জীবন তাই যা প্রবৃত্তির কামনার জন্য অতিবাহিত হয় আর যে সম্পদ আখিরাতের সঞ্চয়ের জন্য খরচ হয় আল্লাহর অনুগ্রহে তাই হচ্ছে দ্বীনী জীবন।

اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

কাফেরদের চেয়ে উর্ধ্বে থাকবে।[১] আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফরুন্ত রিযিক দান করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৩. সকল মানুষ একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠালেন । আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব। যাতে তারা মানুষের মাঝে মতভেদের বিষয়ে মীমাংসা করতে পারে। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো, তারাই তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের কারণে কিতাবে মতভেদ সৃষ্টি করলো। মূলত তাদের কাছে সুস্পষ্ট বিধান চলে আসার পরেই এই মতভেদ করেছিলো। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদের স্বীয় নির্দেশ দ্বারা ওই সত্য বিষয়ে হেদায়েত করলেন, যে ব্যাপারে মানুষ মতভেদ করছিলো।[২] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ

২১৪. তোমাদের ধারণা কি এই যে, [৩]জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও

টীকা:

১ এর দ্বারা এটাও বোঝা গেলো যে, গরীব মুসলমানদেরকে নিয়ে হাসি তামাশা করা বা কোনো মুমিনকে অপমান বা ছোটলোক মনে করা কাফেরদের পদ্ধতি সুতরাং ফাসিক ও কাফিররা যদিওবা সম্পদশালী হয় তারা সম্মানিত নয় অথচ মুমিন যে কোন বংশের যদি গরীবও হয় সে সম্মানিত তবে শর্ত হচ্ছে তাকওয়াবান হওয়া।

২ মতবিরোধ হওয়া মন্দ নয় কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল عَلَيْهِ السَّلَام'র হুকুম আহকামের বিরোধিতা করা-এমনকি সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর বিরোধিতা করা-সঠিক কাজ নয়।

৩ এই আয়াত আহযাব যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয় যেখানে মুসলমানরা শীত, ক্ষুধা ইত্যাদি দ্বারা খুব কষ্ট পেয়েছিলো। এতে তাদেরকে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেওয়া হলো আর বলা হলো আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যধারণ করা, সর্বদা আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।

لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় পরিস্থিতি আসেনি। তাদের কাছে এসেছে বিপদ ও কষ্ট আর তাদেরকে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিলো। এমনকি রাসূল ও তার সাথে ঈমানদারগণ বলে উঠলো, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? শোনো! নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫. তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে, তারা কী ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও, যা কিছু সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করো, তা হলো পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবগ্রস্থ এবং মুসাফিরদের জন্য।[১] আর তোমরা যে সৎ কাজ করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা জানেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ

২১৬. তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। এবং শীঘ্রই কোনো বিষয় তোমাদের পছন্দ হবে না, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং শীঘ্রই কোনো বিষয় তোমাদের পছন্দ হবে অথচ তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর এবং

টীকা:

১ এই আয়াতে নফল সদকা করার বর্ণনা রয়েছে। বাবা-মাকে যাকাত আর ওয়াজিব সদকা দেয়া জায়েয নয়।

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ ع

আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।[১]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ
فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۫ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى
يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ
وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

২১৭. তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও, এ মাসে যুদ্ধ করা অনেক বড় গুনাহ। আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা, তার উপর ঈমান না আনা, মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় গুনাহ।[২] আর ফিতনা হলো হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। আর তারা সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। এমনকি তাদের পক্ষে সম্ভব হলে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেবে।[৩] আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে ওই ব্যক্তিদের সমুদয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই জাহান্নামী, তাতে তারা

টীকা:

১ কোনো কিছুর ভালো বা মন্দ হওয়ার মাপকাঠি সবসময় নিজের চিন্তার উপরে নয় বরং আল্লাহর হুকুমে রাখা উচিৎ। আল্লাহ পাক যা করার হুকুম দিয়েছেন তা আমাদের জন্য কল্যাণকর আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয় ।

২ এতে বোঝা গেল নিজের বড় দোষ থাকা সত্বেও নিজের দিকে না দেখে অন্যকে কটাক্ষ করা কাফেরদের নিয়ম। এই রোগ আমাদের মাঝেও রয়েছে। মানুষ সারা দুনিয়ার দোষ অন্বেষণ করে, গীবত করে আর নিজে তার চেয়েও বড় দোষের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থাকে।

৩ এই আয়াতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, কাফেররা সব সময় মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, যতদূর সম্ভব মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সুতরাং আজও কাফেরদের বহু সংগঠন নিত্য নতুন পন্থায় মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরানো এবং তাদের চরিত্র ধ্বংস করে তাদের ঈমান দুর্বল করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

চিরকাল থাকবে।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. নিঃসন্দেহে, ওই সব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর জন্য নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে।[২] আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ لا

২১৯. তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, এ দু'টিতে রয়েছে কবীরা গুনাহ আর মানুষের জন্যে কিছু পার্থিব উপকারিতাও রয়েছে। আর এগুলোর গুনাহ এগুলোর উপকারিতার চেয়ে অনেক বড়। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, (আল্লাহর পথে) তারা কী ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও, যা অতিরিক্ত থাকে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَ

২২০. দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে (চিন্তা ভাবনা করো) আর তারা তোমার নিকট এতিমদের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করে, তুমি

টীকা:

১ স্মরণ রাখবেন মুরতাদ হওয়া অনেক বড় অপরাধ। আফসোস আজকাল অধিকাংশ মুসলমান দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিমূখ, সুখ-দুঃখের বিভিন্ন সময়ে তারা অজ্ঞতাবশত কুফরী বাক্য বলে ফেলে।

২ এতে বোঝা গেলো আমল করলেই এর প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর জন্য আবশ্যক হয় না বরং সাওয়াব দেওয়া আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ মাত্র।

اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

বলে দাও, তাদের উপকার করা উত্তম [১] আর যদি তাদের সাথে নিজেদের ব্যয়ভার একত্রিত করো, তবে তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ অনিষ্টকারীকে কল্যাণকামী থেকে ভালোভাবে পার্থক্য করতে জানেন।[২] আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ

২২১. আর মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় এবং নিশ্চয়ই মুসলমান দাসী, মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম যদিও বা তাদেরকে তোমরা তাদের পছন্দ করো আর (মুসলমান নারীদেরকে) মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিও না।[৩] যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর নিশ্চয়ই মুসলমান দাস মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও বা ওই মুশরিক পুরুষকে তোমরা পছন্দ করো। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ স্বীয় নির্দেশে জান্নাত

টীকা:

১ যদিও এই আয়াত এতিমদের আর্থিক কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু এতে সমস্ত কল্যাণ অর্ন্তভুক্ত। এতিমদের আখলাক, আমল, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুর কল্যাণ করা উচিৎ। এভাবে বলা যায় যে, এতিম সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য সন্তানের মতো।

২ এই নির্দেশ খুবই ব্যাপক আর জীবনের হাজারো বিষয়ে দিক নির্দেশনার জন্য যথেষ্ট যে, যেখানে কোনো বিষয়ে ভালো বা মন্দ উভয় নিয়ত করা যায় সেখানে যদিও মানুষ মন্দ নিয়ত সম্পর্কে জানে না কিন্তু আল্লাহ পাক তো জানেন।

৩ অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, কুরআনে এতো স্পষ্ট বর্ণনা আসার পরেও মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের, অনুরূপভাবে কাফের পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে করার প্রবণতা বেড়েই চলছে। এসবের পরিণতি এই কাজে জড়িত নারী-পুরুষ আর তাদের পিতা-মাতার উপর বর্তাবে যারা খুশি হয়ে নিজ সন্তানকে জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করে। অনুরূপভাবে এর শাস্তি ওই সকল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, উদারতাবাদের রোগী আর দ্বীনের দুশমন লেখকদের উপর বর্তাবে যারা এগুলোর পক্ষে কলম দিয়ে পৃষ্ঠা ভর্তি করে।

وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾ ع

ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। আর তিনি নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ع ٢٤ ١١

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, তা হলো অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা হায়েযের সময় নারীদের থেকে পৃথক থাকো। আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়।[১] যখন খুব ভালোভাবে পবিত্র হয়, তাদের নিকট সেদিক থেকে গমন করো, যেদিক থেকে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং অধিক পবিত্রতা অবলম্বন কারীদের পছন্দ করেন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করো।[২] আর তোমরা তোমাদের কল্যাণকর কাজ আগে করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রাখো যে, তার সাথে তোমরা সাক্ষাৎ করবে। আর হে হাবীব, ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দাও।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

২২৪. আর তোমাদের কৃত শপথের কারণে আল্লাহর নামকে অনুগ্রহ, খোদাভীরুতা

টীকা:

১ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করা হারাম, তবে তাদের সাথে কথা বলা,খাওয়া দাওয়া এমনকি তাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়াও জায়েয, গুনাহ নয়।

২ স্ত্রীর সাথে সর্ব প্রকারে সহবাস করা জায়েয শর্ত হলো তা যেন সম্মুখ দিক থেকে (যোনী পথে) হতে হবে।

اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

অবলম্বন ও মানুষের মাঝে মীমাংসা করার ক্ষেত্রে ঢাল বানাতে যেও না।[১] আর আল্লাহ শোনেন ও জানেন।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. আর আল্লাহ তোমাদেরকে ওই শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না, যা অনিচ্ছাকৃত মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।[২] কিন্তু সেসব শপথের জন্য পাকড়াও করেন, যেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা পোষণ করেছে। আর আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও বড়ই সহনশীল।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. আর যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট গমন না করার শপথ করেছে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি সে মেয়াদের মধ্যে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৩]

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনেন ও জানেন।

টীকা:

১ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা স্মরণ রাখুন যদি কোনো ব্যক্তি নেক কাজ করা থেকে বিরত থাকার শপথ করে তাহলে তার শপথ পূর্ণ করা উচিৎ নয় বরং সে নেক কাজ করবে আর তার কাফফারা দেবে।

২ কথায় কথায় শপথ করা উচিৎ নয়। কিছু লোক শপথ করাকে অভ্যাসে পরিণত করে, যা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মুখ দিয়ে বের হতে থাকে। তার খেয়াল থাকে না যে বিষয়টি সত্য নাকি মিথ্যা। এটি খুব নিন্দনীয় কাজ।

৩ আমি আমার স্ত্রীর সাথে চার মাস পর্যন্ত অথবা কখনো সহবাস করবো না' এমন শপথ করাকে 'ঈলা' বলে। এর হুকুম হলো যদি শপথ ভেঙে চার মাসের মধ্যে সহবাস করে তাহলে তার উপর শপথের কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব, অন্যথায় চার মাসের পরে তালাকে বায়েনা পতিত হবে।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ
اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾ ع

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্ত নারীরা নিজেদেরকে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে। আর তাদের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ যা তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখবে, যদি তারা আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে। আর তাদের স্বামী এই মেয়াদের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে যদি তারা সংশোধন করার ইচ্ছে পোষণ করে।[১]। আর নারীদের জন্যেও তেমনিভাবে পুরুষদের উপর শরীয়ত অনুযায়ী অধিকার রয়েছে, যেমনিভাবে (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর রয়েছে। আর তাদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ
اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

২২৯. তালাক দু'বার, অতঃপর কল্যাণের সাথে রেখে দেওয়া অথবা উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দেওয়া।[২] আর তোমাদের জন্য তা বৈধ নয়, যা কিছু নারীদের দিয়েছো তা

টীকা:

১ আয়াতে "اَرَادُوْا" শব্দ দ্বারা বোঝা গেলো তালাকে রজঈ'র জন্য স্ত্রীর সম্মতি আবশ্যক নয় শুধু স্বামীর 'রুজু' করা যথেষ্ট, তবে জুলুম করা আর স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রুজু করা খুব মন্দ কাজ। আফসোস! আমাদের এখানে এই মূর্খতার অভাব নেই যে, একে স্ত্রীর উপর জুলুম আর তার পরিবারের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যম বানানো হয়, এমনকি অনেক সময় বিয়েও এজন্য করা হয়। আবার কখনো কখনো তালাকের পরে 'রুজু'ও করা হয় এই কু-উদ্দেশ্যে।

২ কল্যাণের সাথে রেখে দেওয়ার অর্থ হলো রুজু করে রেখে দেওয়া আর উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দেওয়ার অর্থ হলো তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হতে দেওয়া যাতে একটি তালাকে বায়েনা পতিত হয়। শরীয়ত তালাক দেওয়া, না দেওয়া উভয় ক্ষেত্রে কল্যাণ ও উপকারের কথা বলেছে। আমাদের যুগে সমাজের একটি বড় অংশ উভয়ক্ষেত্রে উল্টো পথে চলে, তালাক দেওয়া আর স্ত্রীকে রাখা উভয়ক্ষেত্রে ভুল পন্থা অবলম্বন করে। আল্লাহ হেদায়েত দান করুক।

اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ
اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ
يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

থেকে কিছু ফেরত নেবে, তবে এটা আলাদা বিষয়, যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না। সুতরাং যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, স্বামী-স্ত্রী যথাযথভাবে আল্লাহর সীমারেখার উপর কায়েম থাকতে পারবে না, তবে তাদের ক্ষেত্রে ওই (আর্থিক ক্ষতিপূরণের) জন্য কোনো গুনাহ নেই, যা ওই নারী বিনিময় হিসেবে দিয়ে মুক্তি অর্জন করে। এ হলো আল্লাহর সীমারেখা, কাজেই তা লঙ্ঘন করো না, যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে মূলত তারাই জালেম।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ
اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. অতঃপর যদি স্বামী স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে ওই স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে হয়।[১] অতঃপর যদি ওই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের একে অপরের দিকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে কোনো গুনাহ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা (এখন) আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আর এ হলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য বর্ণনা করেন।

টীকা:

১ তিন তালাক তিন মাসে, একমাসে, একদিনে, এক বৈঠকে কিংবা এক বাক্যে যেভাবেই দেওয়া হোক - তিন তালাক পতিত হয়ে যায় আর স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। তিন তালাকের পর শরয়ী পদ্ধতি ছাড়া স্বামী স্ত্রীর সহবাস ইত্যাদি করা স্পষ্ট হারাম ও নাজায়েয আর এমন ক্ষেত্রে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টাকারীরাও ওই গুনাহে সমান অংশীদার।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ
هُزُوًا ۠ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ
الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

২৩১. আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দিয়ে ফেলো, অতঃপর তারা তাদের (ইদ্দতের শেষ) মেয়াদের (কাছাকাছি) পৌঁছে যায়, তখন তোমরা কল্যাণের সাথে তাদের রেখে দাও অথবা উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দাও। আর ক্ষতি সাধনের জন্য তাদের আটকে রেখো না যাতে তোমরা (তাদের উপর) জুলুম করবে।[১] আর যে এমন করে, সে নিজের প্রাণের উপর জুলুম করে। আর আল্লাহর আয়াতগুলোকে হাসি-তামাশার বস্তুতে পরিণত করো না। নিজেদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং যে কিতাব ও প্রজ্ঞা তোমাদের উপর তিনি অবতীর্ণ করেছেন (তা স্মরণ করো) যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রাখো! আল্লাহ সব কিছু জানেন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ
اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ

২৩২. আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ পূর্ণ হয়, তখন, হে নারীদের অভিভাবকগণ! তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিয়ে করতে বাধা দিও না যখন তারা পরস্পর শরীয়ত অনুযায়ী সম্মত হয়। এ উপদেশ

الثلثة ٢٩ ع ٣

টীকা:

১ (তালাকে রজঈ' হলে) তালাকপ্রাপ্ত নারীকে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে রুজু করা ও না করার অবকাশ আছে কিন্তু এই অবকাশকে জুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে পরিণত করা নিষেধ ও নাজায়েয। যে এমন করে সে তার নিজের প্রাণের উপরই জুলুম করে আর এ ধরণের কাজ আল্লাহর আয়াতের সাথে হাসি- তামাশা করার শামিল। এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পৃথিবীতে স্ত্রীর উপর জুলুম, অত্যাচার আর শরীয়তের বিধানের বিরোধিতার ব্যাপারে কেউ না জানলেও আল্লাহ পাক অবশ্যই জানেন আর তার দরবারে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে।

يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

তাকেই দেওয়া হচ্ছে, যারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে।[১] এটি তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র কাজ। আর আল্লাহ জানেন অথচ তোমরা জানো না।[২]

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ

২৩৩. আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।[৩] (এই হুকুম) তার জন্য, যে দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর। কোনো প্রাণের উপর ততটুকুই বোঝা অর্পণ করা হবে যতটুকু তার সক্ষমতা রয়েছে। মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।[৪] আর বাবাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া হবে না।

টীকা:

১ যখন কোনো নারীর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় আর তা শেষে ওই নারী কারও সাথে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে তবে-সে অন্য পুরুষ হোক বা ওই আগের পুরুষই হোক যে (রজঈ বা তিনের কম বায়েনা) তালাক দিয়েছে- যদি ওই পুরুষ ও নারী পরস্পর সম্মত থাকে তখন নারীর অবিভাবকের বিনা কারণে নিষেধ করার কোনো অধিকার নেই।

২ অর্থাৎ এই হুকুমের উপর আমল করা তোমাদের জন্য অধিক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতার কাজ কেননা কখনও কখনও পূর্বের সম্পর্কের কারণে নারীরা ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যা পরে সবার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য নারীদেরকে আবার বিয়ে করতে বিনা কারণে বাধা দিও না।

৩ শিশুকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

৪ মাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো- যে অবস্থায় তার উপর দুধ পান করানো আবশ্যক নয় সে অবস্থায় তাকে বাধ্য করা, আর বাবাকে কষ্ট দেওয়া অর্থ হলো তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি তার উপর দায়িত্ব অর্পন করা। অথবা আয়াতের অর্থ হলো বাবা-মা কেউই শিশুকে কষ্ট দেবে না । মায়ের পক্ষ থেকে শিশুকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো- শিশুকে সময়মত দুধ পান না করানো, দেখশোনা না করা বা তার অনুরাগী হওয়ার পর তাকে পরিত্যাগ করা আর বাবার শিশুকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো মায়ের অনুরাগী হওয়ার পর শিশুকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বা মায়ের হক আদায়ে অলসতা করা যাতে শিশুর ক্ষতি হয়।

بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

আর যে বাবার ওয়ারিস রয়েছে, তার উপরেও একই হুকুম বর্তাবে।[১] অতঃপর বাবা-মা উভয়েই পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ পান বন্ধ করাতে চাইলে তাতে তাদের কোনো গুনাহ নেই। আর যদি তোমরা (অন্য মহিলার মাধ্যমে) নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা কোনো ক্ষতিপূরণ ধার্য করে থাকো, তবে তা কল্যাণের সাথে আদায় করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখছেন।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের রেখে যায়, তখন ওই স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে।[২] তারপর যখন তারা তাদের মেয়াদের (শেষ) পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন হে অভিভাবকগণ! তোমাদের উপর সে কাজের কোনো জবাবদিহিতা নেই, যা নারীরা নিজেদের ব্যাপারে শরীয়ত অনুযায়ী সম্পাদন করে আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সব জানেন।

টীকা:

১ যদি বাবা মারা যায় তাহলে যেসব দায়িত্ব বাবার উপর থাকে তা তার প্রতিনিধির উপর বর্তাবে ।

২ এই আয়াতে মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দতের বর্ণনা রয়েছে যে, স্ত্রীর ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন। এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখ হবে, অন্যথায় স্ত্রী পুরো ১৩০ দিন ইদ্দত পালন করবে। আরও বিস্তারিত জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ১ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ
بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ
فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ
سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَ
لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَ
اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾ ع

২৩৫. আর তোমাদের জন্য এই বিষয়ে কোনো গুনাহ নেই যে, তোমরা ইশারা-ইঙ্গিতে নারীদেরকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে বা নিজের অন্তরে গোপন রাখবে। আল্লাহ জানেন এখন তোমরা তাদের আলোচনা করবে। কিন্তু শরীয়ত সম্মত কোনো কথা বলা ব্যতীত তাদের সাথে গোপন ওয়াদা করো না। আর বিয়ের বন্ধন পাকাপোক্ত করো না, যতক্ষণ না ইদ্দতের লিখিত হুকুম তার (শেষ) মেয়াদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল। [১]

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا
لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ
فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ
قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا

২৩৬. যদি তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের স্পর্শ না করো বা কোনো মোহর নির্ধারণ না করো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর কোনো দাবি নেই।[২] তাদেরকে (একজোড়া পোশাক) ব্যবহার করার জন্য দাও। ধনীর জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্রের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়া আবশ্যক।

ع ٢٠ ١٤

টীকা:

১ স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারী নারীর সাথে বিবাহ করা, বিবাহের স্পষ্ট পয়গাম দেওয়া বা বিবাহ করার ওয়াদা করা হারাম কিন্তু পর্দায় থেকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা গুনাহ নয়। যেমন এ কথা বলা তুমি যে খুব নেককার নারী বা নিজের ইচ্ছাকে মনে মনে রাখা আর মুখ দিয়ে কিছু না বলা, তাও গুনাহ নয়।

২ এই আয়াতে দেনমোহরের কিছু মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ১ম খণ্ড, ৩৬৩-৩৬১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের উপকার করো।[১] এটি কল্যাণকারীদের দায়িত্ব।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۭ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۭ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. আর যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও আর কিছু দেনমোহরও নির্ধারণ করো তবে যত নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যা নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিবাহ বন্ধন যার অধিকারে তার (স্বামীর) অধিক দেওয়াটা ভিন্ন ব্যাপার। আর (হে পুরুষেরা!) তোমাদের বেশি দেওয়া খোদাভীরুতার অধিক নিকটবর্তী।[২] আর একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা ভুলে যেও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ দেখছেন।[৩]

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۤ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. সকল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর দরবারে আদব সহকারে দাঁড়াও।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ

২৩৯. অতঃপর যদি তোমরা ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হও, তবে পায়ে হেঁটে

টীকা:

১ এই আয়াত থেকে বোঝা গেল ইলমে ফিক্‌হ'র গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। কেননা এতে ইবাদতের সাথে সাথে অন্যান্য বিষয় যেমন বিবাহ, দেনমোহর, তালাক ইত্যাদি সম্পর্কেও শরয়ী আহকাম বর্ণনা করা হয়।

২ স্ত্রীর পক্ষ থেকে ক্ষমা হলো সে যেন অর্ধেক মোহর বা পুরো দেনমোহর মাফ করে। স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমা হলো যে, সে যদি সম্পূর্ণ দেনমোহর দিয়ে থাকে তাহলে অর্ধেক ফেরত না নেওয়া। অধিক দেনমোহর দেওয়ার প্রক্রিয়া হলো অর্ধেক দেওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ দেনমোহর দেওয়া।।

৩ তালাকের ব্যাপার এমন মারাত্মক যে, সাধারণত উভয় পক্ষ প্রতিশোধ নেওয়ার সময় অন্ধ হয়ে যায় আর একে অপরকে হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক এ ক্ষেত্রেও সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর এ ক্ষেত্রেও স্বামীকে অধিক তাকিদ দেওয়া হয়েছে কেননা অধিক কষ্ট দেওয়া সাধারণত স্বামী ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে হয়

اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

কিংবা আরোহী অবস্থায় (যেভাবে সম্ভব নামায পড়)।[১] অতঃপর যখন নিরাপদ থাকো তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা যেন তাদের নারীদের জন্য (ঘর থেকে বের না করে) পুরো বছর পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যায়।[২] অতঃপর যদি তারা নিজেই বের হয়ে যায়, তবে তারা নিজেদের জন্য শরীয়ত সম্মতভাবে যা করে তাতে তোমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আর আল্লাহ মহান,[৩] প্রজ্ঞাময়।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্যেও শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী খরচ রয়েছে তা খোদাভীরুদের উপর ওয়াজিব।

টীকা:

১ এখানে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী ইত্যাদির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামাযের হুকুম এবং এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যদি ভয়ের অবস্থা এমন হয় যে, এক জায়গায় থামা অসম্ভব, তাহলে পায়ে হেঁটে অথবা আরোহী অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায আদায় করো।

২ ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিধবা নারীর ইদ্দত এক বছর ছিলো আর ওই এক বছরে সে স্বামীর ঘরে থেকে ভরণ পোষণ পাওয়ার অধিকার রাখতো। পরে এক বছরের ইদ্দত সূরা বাকারার আয়াত ২৩৪ দ্বারা আর পূর্ণ বছরের ভরণ পোষণ সূরা নিসার আয়াত ১২ অর্থাৎ মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত হয় ।

৩ আরবী শব্দ "عَزِيْزٌ" " "عِزَّة" " দ্বারা নির্গত। এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন সম্মানিত, পরাক্রমশালী, মহান ইত্যাদি।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪২. আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য নিজের আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

ع ٣١ ١٥

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৩. হে হাবীব! তুমি কি ওই সকল লোকদের দেখোনি, যারা সহস্রাধিক সংখ্যায় মৃত্যুভয়ে নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছিলো? তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন "মরে যাও" [১] তারপর তাদের জীবিত করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪. আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন ।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫. এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে?[২] যার ফলে আল্লাহ তার জন্য ওই ঋণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ সংকীর্ণ করেন এবং প্রশস্ততা দান করেন আর তোমাদেরকে তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে হবে।

টীকা:

১ এই ঘটনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই পলায়ন করা অনর্থক। যে মৃত্যু নির্ধারিত তা আসবেই। মানুষের উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা।

২ আল্লাহর রাস্তায় একনিষ্ঠতার সাথে খরচ করাকে ঋণের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। এ হলো আল্লাহ পাকের উচ্চ পর্যায়ের দয়া ও অনুগ্রহ, কেননা বান্দা তাঁরই সৃষ্টি আর বান্দার সম্পদ তাঁরই দানকৃত। প্রকৃত মালিক মূলতঃ তিনিই আর বান্দা তার প্রদত্ত দানে রূপকার্থে মালিক। তারপরও রূপকার্থে মালিকের দেওয়াকে কর্জের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

وقف لازم

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ
اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ
اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৬. হে হাবীব! তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখোনি? যখন তারা তাদের একজন নবীকে বললো, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করবো। ওই নবী বললো, এমন তো হবে না? যদি তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয় তখন তোমরা জিহাদ করবে না। তারা বললো, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করবো না? অথচ আমাদেরকে আমাদের দেশ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।[১] অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো, তখন তাদের মধ্যকার অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যরা মুখ ফিরিয়ে নিলো। আর আল্লাহ জালেমদের ভালোকরেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ

২৪৭. আর তাদেরকে তাদের নবী বললো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নির্ধারণ করেছেন।[২] তারা বলতে

টীকা:

১ এই ঘটনা দ্বারা এটাও জানা গেলো যে, যখন কোনো জাতির আকিদাগত আর আমলগত অবস্থা খারাপ হয় তখন তাদের উপর জালেম ও অত্যাচারী অন্য কোনো জাতিকে নিযুক্ত করা হয়। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে যদি পুরো দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর আকিদাগত ও আমলগত অবস্থা দেখা হয় তাহলে উপরের দৃশ্য খুব ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। কুরআনের এ ধরণের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করা নয় বরং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার দিকেও নিয়ে আসা।

২ আরবী শব্দ "بَعَثَ"'র শাব্দিক অর্থ হলো কোনো জিনিসকে দাঁড় করানো আর বিভিন্ন কারণে (ইশারা ইঙ্গিতের জন্য) এর অর্থ পরিবর্তন হতে থাকে। এখানে এই শব্দটি পাঠানো ও নির্ধারণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

লাগলো, সে কীভাবে আমাদের বাদশাহ হওয়ার যোগ্য হলো অথচ আমরা তার চেয়ে বাদশাহীত্বের অধিক যোগ্য আর তাকে সম্পদের প্রাচুর্যও দান করা হয়নি। ওই নবী বললো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকেই মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানগত ও শারীরিক সমৃদ্ধি দান করেছেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাঁর রাজ্য দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾ ع

২৪৮. আর তাদেরকে তাদের নবী বললো, তার রাজত্বের নিদর্শন হলো যে, তোমাদের নিকট এমন এক সিন্দুক আসবে, যাতে থাকবে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হৃদয়ের প্রশান্তি। আর আছে সম্মানিত মূসা ও সম্মানিত হারুনের[১] রেখে যাওয়া বস্তুর কিছু অবশিষ্ট, ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

ع ١٢ ٣٢

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ

২৪৯. অতঃপর যখন তালূত সৈন্যদের নিয়ে শহর থেকে পৃথক হলো তখন সে বললো,

টীকা:

১ কতিপয় আলেমগণ বলেছেন সিন্দুকে হযরত মূসা ও হারুন عَلَيْهِمَا السَّلَام 'র উম্মতদের আলেমদের তাবাররুক (বরকতময় স্মৃতিচিহ্ন) ছিলো। সুতরাং "اٰل" দ্বারা সেই আলেমদের বোঝানো হয়েছে। আর কতিপয় আলেম বলেছেন যে, সিন্দুকে হযরত মূসা ও হারুন عَلَيْهِمَا السَّلَام 'র তাবাররুক (বরকতপূর্ণ) বস্তু ছিলো। "اٰل" শব্দটি তাদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ
فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ
فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ
قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ
جُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ
مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন।[১] সুতরাং যে ব্যক্তি ওই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয় আর যে পান করবে না সে আমার। তবে ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার হাতে এক অঞ্জলী ভর্তি করবে। সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া সবাই ওই নদী থেকে পানি পান করলো। অতঃপর যখন তালূত ও তার সঙ্গী মুসলমানগণ নদী পার হলো তখন তারা বললো, আজ আমাদের জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি নেই। তবে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার দৃঢ়বিশ্বাস রাখতো তারা বললো, আল্লাহর হুকুমে বহুবার ছোট দল বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছে[২]। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا
رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

২৫০. অতঃপর যখন তারা জালূত ও তার সৈন্যদলের সামনে এলো তখন বললো, হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য দান করুন আর আমাদের অবিচল রাখুন এবং কাফের

টীকা:

১ এই ঘটনা দ্বারা এই হিকমতও জানা হলো যে, জিহাদের পূর্বে পরীক্ষা করে নেওয়া আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ে এসে যদি কাপুরুষতা প্রদর্শন করা হয় তার পরিণাম ভালো হয় না। শান্তি পরিস্থিতিতে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ এবং পরিশ্রম এই উদ্দেশ্যে করানো হয় । আর এটাও জানা গেলো যে, কোনো বড় পরীক্ষার আগে ছোট পরীক্ষা নেওয়া উচিৎ এতে অন্তর শক্তিশালী হয়।

২ একনিষ্ঠতা, উৎসাহ ও সাহস হলো আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের মাধ্যম আর ইসলামের ইতিহাসে ছোট দলের বড় দলের উপর বিজয়ী হওয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধে ৩১৩ জন অল্প সংখ্যক মুসলমান ১০০০ 'র কাছাকাছি কাফেরদের পরাজিত করে, ইয়ারমুক যুদ্ধে ৫০,০০০ এর কাছাকাছি মুসলমানদের সৈন্যদল কাফেরদের দশ লক্ষ সৈন্যদলকে পরাজিত করে।

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন।[১]

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫১. সুতরাং তারা আল্লাহর নির্দেশে শত্রুদের পরাজিত করলো এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন। আর যা চাইলেন তা শিখিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ যদি মানুষের মাঝে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করেন, তবে পৃথিবী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।[২] কিন্তু আল্লাহ সমগ্র জগতের উপর অনুগ্রহশীল ।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. (হে হাবীব!) এ হচ্ছে আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার সামনে সত্য সহকারে পাঠ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো যে, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার সময় শুধু যুদ্ধসামগ্রীর উপর ভরসা করা উচিৎ নয় বরং আল্লাহ পাকের দরবারে ধৈর্য,অটলতা, শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যের দোয়াও করা উচিৎ যাতে দৃশ্যমান যুদ্ধসামগ্রীর সাথে সাথে আল্লাহ পাকের সাহায্যও সঙ্গে থাকে।

২ এখানে জিহাদের হিকমত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদে অগণিত উপকার রয়েছে- যদি আগাছা কাটা না হয় তাহলে ক্ষেত ধ্বংস হয়, যদি অপারেশনের মাধ্যমে ক্ষতিকর বস্তু বের করা না হয় তাহলে শরীরের ক্ষতি হয়, যদি চোর ডাকাতকে আটক করা না হয় তাহলে শান্তি বিনষ্ট হয়। তদ্রুপ জিহাদের মাধ্যমে অহংকারী, বিদ্রোহী, আর সীমালঙ্ঘনকারীদের যদি প্রতিহত করা না হয় তাহলে সৎলোকের জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।